কিশোর রহস্য অমনিবাস

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
কলকাতা ১০

সূচী

কায়রোর রহস্য / ১

সুন্দরগড়ের রহস্য / ১০৫

টোকিওর রহস্য / ১৯১

নাগিনীর অভিশাপ / ২৭৩

★ কায়রোর রহস্য

আকাশ পথের আগন্তুক

লণ্ডন থেকে প্লেন ছেড়েছে। যাবে কায়রো। প্লেনে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় জন চল্লিশ। বিভিন্ন দেশের যাত্রী আছে। কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসি, কেউ জার্মান, কেউ ইতালিয়ান। ভারতীয় যাত্রী মাত্র একজন—সুজিত রায়।

সুজিতের বয়স বছর ছাব্বিশ। তার বাড়ি কলকাতায়। পাঁচ বছর আগে ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলো। পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরছে।

পাঁচ বছর পর দেশে ফিরছে সুজিত। মনে ওর খুব আনন্দ! মনে হয়, কতো যুগ আগে দেশ ছেড়েছে।

সেই কলকাতা শহর, সেই কলেজের বন্ধুরা, সেই আড্ডা, তার ওপর মা, বাবা, ছোটো বোনের সঙ্গ। তাদের জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠেছে।

ফেরার পথে সুজিত কয়েকটি জায়গায় নেমে দিন কয়েক করে থেকেছে। প্যারিসে থেকেছে তিনদিন, তারপর জুরিখে দু'দিন, সেখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঁচদিন কাটিয়ে একেবারে রোমে।

রোমে চারদিন থেকে সে এইমাত্র প্লেনে উঠেছে। এবার যাবে

কায়রো। পিরামিডের দেশে চারদিন কাটিয়ে সে সোজা চলে যাবে কলকাতা।

প্লেন ছুটে চলেছে আকাশের বুক চিরে। মাঝখানে কোথাও না থেমে সোজা যাবে কায়রো। অনেকক্ষণ হলো সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে অন্ধকার কিছু দেখা যায় না।

—বিরক্ত করছি বলে মাপ করবেন, আচ্ছা, আপনি কি ভারতীয় ?

সুজিতের চিন্তায় বাধা পড়লো। প্রশ্ন করছেন তার পাশের যাত্রী। চেহারা ও পোশাকে মনে হয় য়ুরোপিয়ান। তবে মাথার চুল কালো। বছর চল্লিশ বয়স। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো।

সুজিত বললো, হ্যাঁ। আপনি ?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আমেরিকান। আমার নাম হেনরি রিচার্ডসন।

সুজিত সাহেবি কেতামতো করমর্দন করে বললো, হাউ ডু ইয়ু ডু, মিঃ রিচার্ডসন।

ভদ্রলোক বললেন, হাউ ডু ইয়ু ডু ? ইণ্ডিয়ানদের আমার খুব ভালো লাগে। গান্ধী, নেহরু আর টেগোরের দেশ।

সুজিত বললো, মিঃ রিচার্ডসন আপনি কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন ?

রিচার্ডসন বললেন, আমি আসছি লণ্ডন থেকে। যাবো কায়রো। আমি ট্যুরিষ্ট। দেশ দেখতে বেরিয়েছি। তুমি তো রোম থেকে উঠলে, কোথায় যাবে ?

সুজিত বললো, আমি ছাত্র। দেশে ফিরছি। ফেরার পথে দেশভ্রমণ করছি। বলতে পারেন, শৌখিন ট্যুরিষ্ট। আমিও যাবো কায়রো।

—কায়রোতে কোথায় উঠবে ?

—আমি উঠবো ৪১০ মোস্তাফা কামাল পাশা স্কোয়ারে।

হোটেল মেট্রোপোলে। আগে থেকে চিঠি দিয়েছি বুকিং-এর জন্য। আপনি কোথায় উঠবেন ?

রিচার্ডসন উদাসকণ্ঠে বললেন, আমি যে কোথায় উঠবো, তা এখনো ঠিক করিনি। তবে আমেরিকান এক্সপ্রেসের ওখানে একবার যাবো। দেখি, শেষ পর্যন্ত কোথায় ওঠা যায়। ভালো কথা মিঃ—এই যাঃ, তোমার নামটা কি যেন, কই বলোনি তো ?

—সুজিত রয়।

রিচার্ডসন একটি সুন্দর লাইটার বার করে সিগারেট ধরালেন। তারপর সুজিতকে বললেন, তুমি ধূমপান করো ?

সুজিত বললো, না ধন্যবাদ। কিন্তু লাইটারটা ওর খুব ভালো লাগলো। বললো সুন্দর তো!

রিচার্ডসন লাইটারটি সুজিতের হাতে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। এটা আইভরির কাজ করা। প্যারিস থেকে আমার স্ত্রী এনে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর স্মৃতি। অনেকেই এটির প্রশংসা করেন।

—আপনার স্ত্রী কোথায় থাকেন ?

—আজ চারবছর হলো, তিনি নেই। এইজন্যই তো এটি আমার কাছে এতো প্রিয়। রিচার্ডসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সুজিত লাইটারটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো। বেশ ভারি। তাই একটু অবাক হলো।

বললো, লাইটারটা কিন্তু আয়তনের তুলনায় ভারি।

রিচার্ডসন বললেন, তার কারণ ভেতরটাও সলিড। এইজন্যই এটা এতো দামী। আমার স্ত্রী ঠুনকো জিনিস মোটেই পছন্দ করতেন না।

একটু পরে এয়ার হোস্টেস এসে ওদের গরম কফি আর পাতলা কাগজে মোড়া পাম কেক দিয়ে গেলো।

কেকে কামড় দিতে দিতে রিচার্ডসন বললেন, আমার ইণ্ডিয়া

দেখার খুব ইচ্ছে। তোমাদের সভ্যতা কতো প্রাচীন। আমি ইণ্ডিয়ানদের লেখা অনেক বই পড়েছি। বিশেষ করে টেগোরের।

সুজিত বেশ অভিভূত হলো। পাঁচ বছর সে বিলেতে কাটিয়েছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধাবান খুব বেশি লোককে সে দেখেনি। অনেক বিদেশীর চোখে ভারত এক অনুন্নত দেশ ; কুসংস্কারে ভরা।

সুজিত বললো, একবার আসুন না আমাদের দেশে। আপনারা আমেরিকানরা তো ঘুরে বেড়ান। আপনাদের কাছে ইণ্ডিয়া দেখা এমন কিছু নয়।

রিচার্ডসন বললেন, যাবো। এর আগে কায়রো কখনও এসেছো ?

—না। এই প্রথম।

আমার চেনাজানা অনেক লোক আছে কায়রোয়। কায়রোতে আমি দিন দশেক থাকবো। তুমি অবশ্য অতোদিন থাকবে না। তবু দু'-তিনদিন আমাদের দেখা হতে পারে। এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে।

সুজিত বললো, তাহলে তো ভালোই হয়। শুনেছি, কায়রোতে বড় চোর ডাকাতের উৎপাত। আমার এক বন্ধু, কলকাতার একজন সাংবাদিক, ক'বছর আগে কায়রো এসেছিলেন। সোলেমান পাশা স্কোয়ারে পুলিশের সামনে দিন দুপুরে একটা বেদুইন ওঁর পকেট থেকে একটা দামী কলম ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। বন্ধুটি পুলিশে খবর দিলেন। এক থানা থেকে আর এক থানা। ওঁর হয়রানিই সার হলো। ওদের পুলিশের এমন কেরামতি যে আসামী আর ধরা পড়লো না।

রিচার্ডসন বললেন, সত্যি বিদেশে একটু সাবধানে পথ চলা উচিত।

ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগলো সুজিত। কোথা থেকে সময় কেটে গেলো। একটু পরেই বড়ো বড়ো করে লেখা ফুটে উঠলো—আপনার বেল্ট বেঁধে নিন।

রিচার্ডসন বললেন, বোধহয় কায়রো এসে গেলো।

সত্যিই কায়রো এসে গিয়েছিলো। এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করলো—ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমরা এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে কায়রো নামবো।

প্লেন নিচে নামতে লাগলো। তারপর এক ঝাঁকানি দিয়ে চাকা মাটি স্পর্শ করলো।

হাত ব্যাগটা নিয়ে ওভারকোটটা পরে সুজিত এয়ারপোর্টে নামলো। পিছন ফিরে রিচার্ডসনকে সে দেখতে পেলো না। ভাবলো, ভদ্রলোক বোধহয় এখনো নামেন নি। পরে দেখা হবে।

কাস্টমস অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ট্রলিতে করে যাত্রীদের মাল এলো। সেগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হলো। কাস্টমস অফিসাররা জিগ্যেস করতে লাগলেন—এটা কার মাল? এটা কার?

বাটারফ্লাই গোঁফ, তাগড়াই চেহারার এক আরব ওকে জিগ্যেস করলো, এনিথিং টু ডিক্লেয়ার অর্থাৎ তোমার কাছে শুল্ক দিতে হয়, এমন মাল কিছু আছে?

—না।

—সুটকেশ খোলো।

সুজিত সুটকেশ খুললো। না। কিছু নেই।

আর একজন ওর ওভারকোটের বোতামগুলো হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর ঘাড় নেড়ে আরবি ভাষায় পাশের লোকটিকে কি বলতেই সে একটা খড়ি দিয়ে সুজিতের সুটকেশে দাগ দিয়ে বললো, যাও।

ভিসাতে ছাপ মেরে সুজিত এসে বাস ধরার জন্য দাঁড়ালো। পোর্টার এসে মাল তুলে দিলো বাসে। বাস যাবে আল ক্যাসতান স্ট্রীটে—সিটি টার্মিনাসে।

বাসে উঠে সুজিত ভালো করে খুঁজলো। কিন্তু রিচার্ডসনের দেখা পেলো না।